দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার প্রয়োজন কেন?

এজেডএম শামসুল আলম
চেয়ারম্যান, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

তুরস্ক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত মুসলিম শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু শিক্ষার্থী ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হত। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগও ইস্তাম্বুলে আগত উচ্চাকাংক্ষী যুবকদের বেশী ছিল। উসমানিয়া খিলাফতের চারদিকে যারা ঘুরঘুর করত, চাকরি-বাকরি, আমীর-উমরাহ, উজির-নাজির হওয়ার সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের ভাগ্য অধিকতর সুপ্রসন্ন হত।

তুরস্কের মিশনারী শিক্ষার প্রভাব

মুসলিম খিলাফতকে ধ্বংস করার জন্য দুমশনেরা এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় অধঃপতন, অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের যুগ। জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের ভোগ-বিলাস, আত্মঘাতী নীতি, শত্রুতার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মিশনারীগণ।

মিশনারীদের উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল উন্নত মানের এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের অনুকূল। তারা তুরস্কে উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাস ছিল মুসলিম মাদ্রাসার সিলেবাসেরই অনুরূপ। যেমন– আমাদের নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসই অনুসরণ করে থাকে। সিলেবাসে বর্ণিত শিক্ষা অপেক্ষা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য আরও কিছু গুণাবলী ও দক্ষতা অর্জন করে।

তুরস্কের ইসলামী মাদ্রাসাসমূহ অতি অদক্ষ, অকর্মন্য শিক্ষিত ব্যক্তি উৎপাদন করত। অন্যদিকে মিশনারী স্কুলে ছাত্ররা সনাতন শিক্ষার সাথে সাথে অর্জন করত কঠোর শ্রমশীলতা, সুস্বাস্থ্য ও শৃংখলাবোধ, যুক্তিবিদ্যা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের গুণাবলী।

মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা অতি সহজেই খলিফার সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ পেত এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই দেখা যেত মিশনারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজস্ব পেশার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে নেতৃত্বের আসন পেয়ে যেত।

মিশনারী পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাস ইসলামী হলেও পরিবেশ, মন-মানসিকতা, মূল্যবোধ ছিল ধর্মহীন, যুক্তিবাদী। ধর্মনিরপেক্ষ, ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী এবং যৌন বিষয়ে ছিল তারা অত্যন্ত উদার, সীমিত, মদ্যপানে অভ্যস্ত, রং-ঢংয়ে আকৃষ্ট পাশ্চাত্য বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট ইসলামবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন। কামাল আতাতুর্ক যখন ইসলামের মুখোশধারী উসমানীয়া খিলাফত উচ্ছেদ করে ইসলামবিরোধী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন এবং পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লবের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন তার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহানুভূতিশীল ও সমর্থক, সহকর্মী পেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

তুরস্কের তৎকালীন ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, আমলাতন্ত্রে ঘুণে ধরা খিলাফত উচ্ছেদে সহযোগিতা করার জন্য কর্মক্ষম ব্যক্তিত্ব পাওয়া কষ্টকর হয়নি। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার ফলে তুরস্কে ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে বীজ সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল তাতে পরিবর্তন এখনও আসেনি।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন বর্তমান সরকারী সিলেবাস রেখেই ইসলামী চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা– যারা বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে হবে ঈমানদার মুসলিম, সংস্কৃতিতে হবে সুন্নাহর অনুসারী এবং জান্নাতমুখী। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাথে প্রতিযোগিতায় সম্মুখে থাকার মত যোগ্যতাসম্পন্ন। এ ধরনের যোগ্য মানুষ আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় দূরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে না। আল্লাহ মুসলিমদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব মানবের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হিসেবে। তারা অন্য জাতিসমূহের অনুগামী এবং অনুসারী হবে না, তারা হবে অগ্রগামী ও নেতৃত্বদানকারী।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের যোগ্যতা

একমাত্র মালয়েশিয়া ব্যতীত মুসলিম দেশগুলো এখনও মনে হয় গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত হয়নি। বিশ্বের একটি মুসলিম দেশেও ইসলামী খেলাফতের আদর্শ দূরের কথা, পাশ্চাত্য শিরকী গণতন্ত্রও শিকড় গড়তে পারেনি। আজও মুসলিম বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা চলছে ফেরাউনী ও নমরুদী মূল্যবোধ এবং পদ্ধতিতে। যে যায় লংকায় সে হয় রাবণ। গণতন্ত্রের কথা বলে যে সমস্ত মুসলিম নেতা ক্ষমতায় আসেন, মসনদে বসেই তারা হয়ে উঠেন এক একটি নমরুদ বা ফেরাউন। তাদের রক্ষক হন সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাগণ।

মসনদের কাছে কাছে থেকে মসনদের মোহ জেনারেলদের মধ্যেও তৈরী হয়। আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের বিরাট ভূমিকা এবং অবদান থাকবে। চাকরি যদি করতে হয় এমন চাকরিটি করা ভাল, যাতে মনিব হওয়া যায় বা মনিবের জাতে উঠা যায়। এই বাস্তবতা যতই রূঢ় হোক না কেন, স্বীকার করে নেয়া ভাল। কিন্তু মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্ররা যদি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেন, আশা করা যায় তারা স্বার্থপরতার উর্ধ্বে দেশ, জাতি ও কওমের খেদমত করবেন। ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার শিশুদেরকে ক্যাডেট কলেজ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয়ার মন-মানসিকতা, সচেতনতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা সহজ। তা করা যায় খেলাধুলা, প্যারেড, প্রতিরক্ষা সংস্কৃতি অনুসরণের মাধ্যমে। প্রতিরক্ষা সংস্কৃতির একটি মূল বিষয় হল শৃংখলা, আদেশ প্রতিপালনে নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের বিকাশ। জীবনের যে ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন, শুধুমাত্র অনুসারী, অনুগামী নয়, নেতা হিসেবেই থাকতে হবে এই প্রবণতা এবং যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টির চেষ্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ করে প্রিফেক্ট, মনিটর সিস্টেমের মাধ্যমে এবং অন্যভাবে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে।

উচ্চারণ

জীবন সাফল্য ও নেতৃত্বের জন্য ভাষা-জ্ঞান, প্রকাশ ভঙ্গি এবং উচ্চারণের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু উচ্চারণে সঠিক হওয়া অল্প সময়ের এবং অল্প বয়সের কাজ। শিশু বয়সে উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেলে সারা জীবনের চেষ্টায়ও তা আর ঠিক করা যায় না।

এদেশ থেকে যারা লেখাপড়া শেষ করার পর ইংল্যান্ড, আমেরিকায় যান, ২০-২৫ বছর সেখানে থাকলেও তাদের উচ্চারণে সাধারণত অতিস্বল্প এবং প্রান্তিক পরিবর্তন হয়। উচ্চারণের ধরন শুনেই বুঝে নেয়া যাবে তিনি একজন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী বা উপমহাদেশীয়।

(চলবে)